UNIC Dhaka

জাতিসংঘ সংবাদ
DATELINE UN

A Monthly News Bulletin from UNIC Dhaka

2012 INTERNATIONAL YEAR OF SUSTAINABLE ENERGY FOR ALL

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১২ September-October 2012

২৪তম বর্ষ ৯ম ও ১০ম সংখ্যা Volume-XXIV, No. IX–X

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন

১৮ সেপ্টেম্বর শুরু

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সাতষট্টিতম অধিবেশন নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দফতরে মঙ্গলবার, ১৮ সেপ্টেম্বর শুরু হয়েছে।

উদ্বোধনী সপ্তাহের পর সোমবার, ২৪ সেপ্টেম্বর সাধারণ পরিষদ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আইনের শাসনের ওপর একটি উচ্চ পর্যায়ের সভার আয়োজন করে। এতে সদস্য রাষ্ট্র, বেসরকারি সংস্থা ও সুশীল সমাজ আইনের শাসন জোরদারকল্পে কাজ করে।

মঙ্গলবার, ২৫ সেপ্টেম্বর শুরু হয়ে সোমবার, ১ অক্টোবর সমাপ্ত বার্ষিক সাধারণ আলোচনায় বিশ্ব পরিষদ রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বক্তব্য শ্রবণ করে।

পরিষদের নিষ্পত্তি করার জন্য আলোচনার প্রধান প্রধান বিষয়ের মধ্যে রয়েছে :

- মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো;
- জলবায়ুর পরিবর্তন ও স্থিতিশীল উন্নয়ন;
- খাদ্য নিরাপত্তা;
- বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তিতে মধ্যস্থতার ভূমিকা;
- নিরস্ত্রীকরণ;
- নিরাপত্তা পরিষদ সংস্থা, সাধারণ পরিষদের কাজ বেগবান করা ও বিশ্বশাসনে সংস্থার কেন্দ্রীয় ভূমিকা পুনর্ব্যক্ত করাসহ জাতিসংঘের সংস্কার।

২০১৩ সালের মধ্য সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠেয় সাতষট্টিতম অধিবেশনে ২০১২ সালের জুনে ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ স্থিতিশীল উন্নয়ন সম্মেলনের (রিও+২০) লব্ধ ফলও বিবেচনা করা হবে। এছাড়া পরিষদ ২০১৩ সালে তার আটষট্টিতম অধিবেশন চলাকালে অনুষ্ঠেয় দুটি উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলন; আন্তর্জাতিক

অভিবাসন ও উন্নয়ন সংক্রান্ত একটি উচ্চ পর্যায়ের সংলাপ ও 'ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা : পিছিয়ে পড়াদের অন্তর্ভুক্ত করে ২০১৫ সাল ও তৎপরবর্তীকালে একটি উন্নয়ন এজেন্ডা' শীর্ষক প্রতিপাদ্যের ওপর একটি উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

বহুপক্ষীয় আলোচনার ফোরাম

জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘের আলোচনা, নীতি প্রণয়ন ও প্রতিনিধিত্বের প্রধান অঙ্গ সংগঠন হিসেবে একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা অধিকার করে রয়েছে। জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্রের সমন্বয়ে গঠিত এই পরিষদ সনদের আওতাধীন সব আন্তর্জাতিক বিষয়ে বহুপক্ষীয় পূর্ণাঙ্গ আলোচনার একটি অনন্য সাধারণ ফোরাম। পরিষদ আন্তর্জাতিক আইনের মান নির্ধারণ ও সঙ্কলন প্রক্রিয়ায়ও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরিষদ নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রতি বছরের সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর এবং এরপর প্রয়োজন অনুসারে অধিবেশনে মিলিত হয়।

সাধারণ পরিষদের কাজ ও ক্ষমতা

পরিষদ তার আওতার মধ্যে আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পর্কে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর কাছে সুপরিশ করার ক্ষমতা রাখে। পরিষদ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, মানবিক, সামাজিক ও আইনি ক্ষেত্রে এমন সব ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছে, যা বিশ্বের লাখ লাখ মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করেছে। ২০০০ সালে গৃহীত যুগান্তকারী মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো ও ২০০৫ সালের বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলনের ফলশ্রুতি দলিল উন্নয়ন ও দারিদ্র্য মোচনের পাশাপাশি শান্তি, নিরাপত্তা ও নিরস্ত্রীকরণ অর্জন, মানবাধিকার রক্ষা ও আইনের শাসন এগিয়ে নেয়া; আমাদের অভিন্ন পরিবেশ রক্ষা; আফ্রিকার বিশেষ প্রয়োজন পূরণ ও জাতিসংঘকে শক্তিশালী করার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার সদস্য দেশগুলোর অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে।

জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী সাধারণ পরিষদের কাজ ও ক্ষমতা নিম্নরূপ :

- জাতিসংঘের বাজেট পর্যালোচনা ও অনুমোদন এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলোর চাঁদার পরিমাণ নির্ধারণ করা;
- নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য এবং জাতিসংঘের অন্যান্য পরিষদ ও অঙ্গ সংগঠনের সদস্য নির্বাচিত করা এবং নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে জাতিসংঘের মহাসচিব নিয়োগ করা;
- নিরস্ত্রীকরণসহ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সহযোগিতার সাধারণ নীতিমালা বিবেচনা ও সুপারিশ করা;
- আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ে আলোচনা করা এবং আলোচনাকালে বিষয়টি নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনাধীন না থাকলে সে বিষয়ে সুপারিশ করা;
- এই একই ব্যতিক্রম ছাড়া সনদের আওতাধীন যে কোনো বিষয় অথবা জাতিসংঘের যে কোনো অঙ্গ সংগঠনের ক্ষমতা কাজ সংক্রান্ত বিষয়ে সুপারিশ করা;
- আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সহযোগিতা জোরদারের লক্ষ্যে গবেষণার সূচনা করা ও সুপারিশ প্রদান, আন্তর্জাতিক আইন উন্নয়ন ও সঙ্কলন, মানবাধিকার ও সবার জন্য মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির চেষ্টা চালানো ও সুপারিশ করা;
- রাষ্ট্রগুলোর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ব্যাহত করার মতো যে কোনো পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণভাবে নিষ্পত্তির সুপারিশ করা;
- নিরাপত্তা পরিষদ ও জাতিসংঘের অন্যান্য অঙ্গ সংগঠনের রিপোর্ট বিবেচনা করা।

শান্তির প্রতি হুমকি, শান্তি ভঙ্গ বা আগ্রাসনের ঘটনায় স্থায়ী কোনো সদস্যের নেতিবাচক ভোটের কারণে নিরাপত্তা পরিষদ ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হওয়ার ক্ষেত্রেও সাধারণ পরিষদ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। এ ধরনের ক্ষেত্রে, ১৯৫০ সালের ৩ নভেম্বরের 'শান্তির জন্য ঐক্য' প্রস্তাব অনুযায়ী সাধারণ পরিষদ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা বা পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অনতিবিলম্বে বিষয়টি বিবেচনা এবং সম্মিলিত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সদস্যদের কাছে সুপারিশ করতে

পারে। (নিচে বিশেষ অধিবেশন ও জরুরি বিশেষ অধিবেশন দ্রষ্টব্য)।

ঐকমত্যের অন্বেষায়

সাধারণ পরিষদে ১৯৩টি রাষ্ট্রের প্রতিটির একটি করে ভোট রয়েছে। শান্তি ও নিরাপত্তার বিষয়ে সুপারিশ, নিরাপত্তা পরিষদ ও অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্য নির্বাচন এবং বাজেট সংক্রান্ত বিষয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারিত বিষয়ে ভোট গ্রহণ করা হয়— যেগুলোতে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য রাষ্ট্রের ভোটের প্রয়োজন হয়, তবে অন্যান্য বিষয়ে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সিদ্ধান্ত হয়।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে ঐকমত্য অর্জনের চেষ্টা চালানো হচ্ছে, যার ফলে পরিষদের সিদ্ধান্তগুলোর প্রতি সমর্থন জোরদার হচ্ছে। প্রতিনিধিবর্গের সঙ্গে পরামর্শ করে মতৈক্যে পৌঁছানোর পর একটি প্রস্তাব ভোটাভুটি ছাড়া গৃহীত হতে পারে বলে সভাপতি প্রস্তাব করতে পারেন।

সাধারণ পরিষদের কাজ বেগবান করা

সাধারণ পরিষদের কাজকে অধিক মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত ও প্রাসঙ্গিক করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আটান্নতম অধিবেশনকালে এটাকে একটা অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং পরবর্তী অধিবেশনগুলোতে এজেন্ডা প্রণালিবদ্ধ করা, প্রধান কমিটিগুলোর রেওয়াজ ও কর্মপদ্ধতির উন্নয়ন, সাধারণ কমিটির ভূমিকা বৃদ্ধি করা, সভাপতির ভূমিকা ও কর্তৃত্ব জোরদার করা এবং মহাসচিব মনোনয়নে সাধারণ পরিষদের ভূমিকা পরীক্ষা করে দেখার প্রচেষ্টা চলমান রয়েছে।

ষাটতম অধিবেশনে পরিষদ একটি পূর্ণবিবরণী (২০০৬ সালের ৮ সেপ্টেম্বরের ৬০/২৮৬ সংখ্যক প্রস্তাবের পরিশিষ্ট হিসেবে সংযোজিত) গ্রহণ করে যাতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ চলতি বিষয়গুলো নিয়ে অনানুষ্ঠানিক মিথস্ক্রিয় আলোচনা করাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। সাধারণ পরিষদকে বেগবান করা সংক্রান্ত অ্যাডহক কার্য গ্রুপের সুপারিশকৃত এই পূর্ণ বিবরণীতে এসব মিথস্ক্রিয় আলোচনার বিষয়ে প্রস্তাব করার জন্য সাধারণ পরিষদের সভাপতিকে আহ্বানও জানানো হয়েছে। ছেষট্টিতম অধিবেশনে বিশ্ব অর্থনীতি; মানব পাচার রোধ; দুর্যোগের ঝুঁকি প্রশমন; জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আইনের শাসন ও মধ্যস্থতাসহ এক ডজনের বিষয়ভিত্তিক মিথস্ক্রিয় আলোচনার আয়োজন করা হয়।

মহাসচিব তাঁর সাম্প্রতিক কাজকর্ম ও ভ্রমণ সম্পর্কে সাধারণ পরিষদের অনানুষ্ঠানিক সভায় সদস্য দেশগুলোকে নির্ধারিত সময় পরপর সংক্ষেপে বিবৃত করা একটা প্রতিষ্ঠিত রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। এমন সংক্ষিপ্ত বিবৃতি মহাসচিব ও সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বিনিময়ের একটা সমাদৃত সুযোগ সৃষ্টি করেছে এবং সাতষট্টিতম অধিবেশনে তা অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সাধারণ পরিষদের সভাপতি ও সহ-সভাপতিবৃন্দ এবং প্রধান কমিটিগুলোর চেয়ার নির্বাচন

কাজ বেগবান করার চলমান প্রক্রিয়া এবং কার্যপ্রণালি বিধি ৩০ অনুসারে প্রধান কমিটিগুলো এবং কমিটি ও পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের মধ্যে সমন্বয় ও কাজের প্রস্তুতি আরো জোরদার করার লক্ষ্যে নতুন অধিবেশন শুরু হওয়ার অন্তত তিন মাস আগে সাধারণ পরিষদ এখন তার সভাপতি ও সহ-সভাপতিবৃন্দ এবং প্রধান কমিটির চেয়ারবৃন্দ নির্বাচিত করে।

সাধারণ কমিটি

সাধারণ পরিষদের সভাপতি ও ২১ জন সহ-সভাপতি এবং ছয়টি প্রধান কমিটির চেয়ারবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত সাধারণ কমিটি সাধারণ পরিষদের কাছে এজেন্ডা গ্রহণ, এজেন্ডা বণ্টন ও কাজ প্রণালিবদ্ধ করার বিষয়ে সুপারিশ করে।

পরিচয়পত্র কমিটি

প্রত্যেক অধিবেশনে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত পরিচয়পত্র কমিটি প্রতিনিধিদের পরিচয় সম্পর্কে পরিষদের কাছে রিপোর্টদান করে।

সাধারণ আলোচনা

মঙ্গলবার, ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে সোমবার, ১ অক্টোবর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত পরিষদের বার্ষিক আলোচনায় সদস্য দেশগুলো প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক বিষয়ে তাদের অভিমত ব্যক্ত করার সুযোগ পেয়েছে। বায়ান্নতম অধিবেশন থেকে শুরু হওয়া রেওয়াজ অনুসারে সাধারণ আলোচনা শুরুর অনতিপূর্বে সংস্থার কাজের ওপর মহাসচিব তাঁর রিপোর্ট পেশ করেছেন। ২০১২ সালের ৮ জুন নির্বাচিত সাধারণ পরিষদের সভাপতি সার্বিয়ার মান্যবর মি. ভুক জেরেমিকের প্রস্তাব অনুসারে পরিষদের সাতষট্টিতম অধিবেশনে সাধারণ আলোচনার মনোনীত প্রতিপাদ্য ছিল 'শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমন্বয়সাধন বা আন্তর্জাতিক বিরোধ বা পরিস্থিতির নিষ্পত্তি। সাধারণ আলোচনার জন্য আন্তর্জাতিক উদ্বেগের একটি নির্দিষ্ট বিষয় মনোনীত করার রেওয়াজ ২০০৩ সাল

থেকে শুরু হয়েছে। সে সময়ে সাধারণ পরিষদ বর্তমানে ১৯৩ সদস্যের সংস্থার কর্তৃত্ব ও ভূমিকা জোরদার করার লক্ষ্যে পরিষদ এই নবআবিষ্কার প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয় (২০০৩ সালের ডিসেম্বর ৫৮/১২৬ সংখ্যক প্রস্তাব)।
সাধারণ আলোচনা সচরাচর সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা ও বিকেল ৩টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত চলে।

প্রধান কমিটিগুলো

সাধারণ আলোচনা শেষ হওয়ার পর পরিষদ এজেন্ডার বিষয়ভিত্তিক বিষয়গুলো বিবেচনা শুরু করে। বিপুলসংখ্যক বিষয় বিবেচনা করতে হয় (যেমন, ছেষট্টিতম অধিবেশনে এজেন্ডায় ১৭০টির বেশি বিষয় ছিল) বলে পরিষদ কাজের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো ছয়টি প্রধান কমিটির মধ্যে বণ্টন করে দেয়। কমিটিগুলো বিষয়গুলো আলোচনা করে রাষ্ট্রগুলোর বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সঙ্গতি বিধানের চেষ্টা চালায় এবং পরে সচরাচর খসড়া প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তের আকারে তাদের সুপারিশ পরিষদের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে বিবেচনা ও কার্যব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পেশ করে। ছয়টি প্রধান কমিটি হলো :
নিরস্ত্রীকরণ ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের দায়িত্বে নিরস্ত্রীকরণ ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা কমিটি (প্রথম কমিটি); অর্থনৈতিক বিষয়াদির দায়িত্ব সংবলিত অর্থনৈতিক ও আর্থিক কমিটি (দ্বিতীয় কমিটি); সামাজিক ও মানবিক বিষয়াদির কাজে নিয়োজিত সামাজিক, মানবিক ও সংস্কৃতি বিষয়ক কমিটি (তৃতীয় কমিটি), উপনিবেশ বিলোপ, নিকটপ্রাচ্যে প্যালেস্টাইনি উদ্বাস্তুদের জন্য জাতিসংঘ ত্রাণ ও পূর্ত সংস্থা (আনরোয়া) ও প্যালেস্টাইনি জনগণের মানবাধিকারসহ অন্য কোনো কমিটি বা পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের আওতাবহির্ভূত বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত বিশেষ রাজনৈতিক ও উপনিবেশ বিলোপ কমিটি (চতুর্থ কমিটি);
জাতিসংঘের প্রশাসন ও বাজেটের দায়িত্বে প্রশাসনিক ও বাজেট বিষয় কমিটি (পঞ্চম কমিটি), আন্তর্জাতিক আইনের বিষয়ে দায়িত্বে নিয়োজিত আইন বিষয়ক কমিটি (ষষ্ঠ কমিটি)। অবশ্য প্যালেস্টাইন প্রশ্ন ও মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতির মতো এজেন্ডার বেশ

কয়েকটি বিষয়ে পরিষদ সরাসরি তার পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

সাধারণ পরিষদের কার্যগ্রুপ

পরিষদ অতীতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আরো বিশদভাবে আলোকপাত ও পরিষদের ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে সুপারিশ করার জন্য কার্যগ্রুপ প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দিয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে সাধারণ পরিষদের কাজ বেগবান করা সংক্রান্ত অ্যাডহক কার্যগ্রুপ, যা সাতষট্টিতম অধিবেশনে তার কাজ অব্যাহত রাখে।

আঞ্চলিক গ্রুপ

আলোচনার বাহন হিসেবে ও পদ্ধতিগত কাজের সুবিধার্থে বিগত বছরগুলোতে সাধারণ পরিষদে বিভিন্ন আঞ্চলিক গ্রুপিং গড়ে উঠেছে। এসব গ্রুপের মধ্যে রয়েছে : আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলো, এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় রাষ্ট্রগুলো; পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো এবং পশ্চিম ইউরোপীয় ও অন্যান্য রাষ্ট্র। সাধারণ পরিষদের সভাপতির পদটি আঞ্চলিক গ্রুপগুলো থেকে পালাক্রমে নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করা হয়। সাতষট্টিতম অধিবেশনের জন্য সাধারণ পরিষদ পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্র গ্রুপ থেকে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সভাপতি নির্বাচন করেছে।

বিশেষ অধিবেশন ও জরুরি বিশেষ অধিবেশন

নিয়মিত অধিবেশন ছাড়া পরিষদ বিশেষ ও জরুরি বিশেষ অধিবেশনে মিলিত হতে পারে। বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে এমন বিষয়ে পরিষদ আজ পর্যন্ত ২৮টি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করেছে। এসব বিষয়ের মধ্যে রয়েছে : প্যালেস্টাইন প্রশ্ন, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা, মাদক, পরিবেশ, জনসংখ্যা, নারী, সামাজিক উন্নয়ন, মানব বসতি, এইআইভি/এইডস, জাতিবিদ্বেষ ও নামিবিয়া। নাৎসি বন্দিশিবির মুক্তির ষাটতম বার্ষিকী স্মরণে নিবেদিত সাধারণ পরিষদের ২৮তম বিশেষ অধিবেশন ২০০৫ সালের ২৮ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়। যেসব পরিস্থিতিতে নিরাপত্তা পরিষদ অচলাবস্থায় উপনীত হয়েছে সেসব ক্ষেত্রে জরুরি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা হয়, যার মধ্যে রয়েছে হাঙ্গেরি (১৯৫৬), সুয়েজ (১৯৫৬), মধ্যপ্রাচ্য (১৯৫৮ ও ১৯৬৭), কঙ্গো (১৯৬০), আফগানিস্তান (১৯৮০), প্যালেস্টাইন (১৯৮০ ও ১৯৮২), নামিবিয়া (১৯৮১), অধিকৃত আরব ভূখণ্ড (১৯৮২) এবং অধিকৃত পূর্ব জেরুজালেম ও অধিকৃত অবশিষ্ট ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে ইসরাইলের অবৈধ কার্যকলাপ (১৯৯৭, ১৯৯৮, ১৯৯৯, ২০০০, ২০০১, ২০০২, ২০০৩, ২০০৪, ২০০৬ ও ২০০৯)। ২০০৯ সালের ১৬ জানুয়ারি পরিষদ জরুরি বিশেষ অধিবেশন সাময়িকভাবে মুলতবি করা এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলোর অনুরোধে সভাপতিকে পুনরায় অধিবেশন আহ্বান করার ক্ষমতা দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

পরিষদের কার্য সম্পাদন

জাতিসংঘের কাজের উৎস হচ্ছে বহুলাংশে সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্তগুলো এবং প্রধানত তা এভাবে করা হয় :

- সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নিয়োজিত কমিটি ও অন্যান্য সংগঠনের মাধ্যমে নিরস্ত্রীকরণ, শান্তিরক্ষা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পরিবেশ ও মানবাধিকারের মতো সুনির্দিষ্ট বিষয়ে গবেষণা চালানো ও রিপোর্ট প্রণয়ন করা;
- জাতিসংঘ মহাসচিব ও তাঁর আন্তর্জাতিক কর্মচারীবৃন্দের সমন্বয়ে জাতিসংঘ সচিবালয়ের দ্বারা। ■

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সাতষট্টিতম অধিবেশনের সভাপতি মান্যবর ভুক জেরেমিক

ভুক জেরেমিক ২০১২ সালের ৮ জুন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সাতষট্টিতম অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচনের সময় তিনি সার্বিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী পদে নিয়োজিত ছিলেন। ২০০৭ সালের ১৫ মে থেকে তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী পদে পাঁচ বছর নিয়োজিত থাকাকালে তিনি সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনগুলোতে তাঁর দেশের প্রতিনিধিত্ব করার মাধ্যমে জাতিসংঘের কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদের উচ্চ পর্যায়ের অংশ (২০০৮, ২০১০ ও ২০১২), জাতিসংঘ শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক ও সংস্কৃতি সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সম্মেলন ও জাতিসংঘ সভ্যতা জোটের সভায় সার্বীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। মি. জেরেমিক চতুর্থ জাতিসংঘ স্বল্পোন্নত দেশগুলোর সম্মেলন (ইস্তাম্বুল, ২০১১), পারমাণবিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত জাতিসংঘের উচ্চ পর্যায়ের সভা (নিউইয়র্ক, ২০১১) ও পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তাররোধ চুক্তির পক্ষগুলোর ২০১০ সালের পর্যালোচনা সম্মেলনেও (নিউইয়র্ক ২০১০) সার্বিয়ার প্রতিনিধিত্ব করেন। অন্যত্র আফ্রিকান ইউনিয়ন, আমেরিকান রাষ্ট্র সংস্থা ও জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলনে মি. জেরেমিক তাঁর দেশের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে বেলগ্রেডে তিনি জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের পঞ্চাশতম বার্ষিকীতে মন্ত্রী পর্যায়ের স্মারক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে মি. জেরেমিক ইউরোপে নিরাপত্তা ও সহযোগিতা সংস্থার (ওএসসিই) মন্ত্রিপরিষদের সভা;

ওএসসিইর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের অনানুষ্ঠানিক সভা (কাজাখস্তানের আরমাটি, ২০১০ ও গ্রিসের করফু, ২০০৯) এবং কাজাখস্তানের আলমাটিতে অনুষ্ঠিত ওএসসিইর একাদশ শীর্ষ সম্মেলনে (২০১০) যোগ দিয়ে আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

২০১১ ও ২০১২ সালে মি. জেরেমিক মধ্য ইউরোপীয় উদ্যোগ, অ্যাড্রিয়াটিক আয়োনিয়ান উদ্যোগ ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপীয় সহযোগিতা প্রক্রিয়াসহ দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি আঞ্চলিক সংস্থার সভাপতিত্ব করেন। এই পদাধিকার বলে তিনি ভিয়েনায় ওএসসিই স্থানীয় পরিষদের বেশ কয়েকটি বিশেষ অধিবেশনে ভাষণ দেন। এ সময়ে মি. জেরেমিক অভিবাসন, আশ্রয় ও উদ্বাস্তু সংক্রান্ত আঞ্চলিক উদ্যোগ ও কৃষ্ণ সাগর অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থার প্রধান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

এর আগে মি. জেরেমিক সংসদীয় পরিষদে মন্ত্রীবর্গের ইউরোপ কমিটির প্রতিনিধি হিসেবে উপর্যুক্ত কমিটির পরিষদে (২০০৭ সালের মে থেকে নভেম্বর পর্যন্ত) সভাপতিত্ব করেন। ২০০৮ থেকে ২০১২ পর্যন্ত তিনি কমিটির মন্ত্রী পর্যায়ের সব অধিবেশনে তাঁর দেশের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন এবং সুইডেন (২০০৭), আর্মেনিয়া (২০১০) ও সাইপ্রাসে (২০১১) পরিষদের ভবিষ্যৎ গণতন্ত্র ফোরামের তিনটি অধিবেশনে ভাষণ দেন।

২০১০ ও ২০১১ সালে মি. জেরেমিক বলকানের পশ্চিমাঞ্চলে ১৯৯১ থেকে ১৯৯৫ সালের সঙ্কটে উৎখাত হওয়া উদ্বাস্তুদের দুঃখ-দুর্দশা মোচনের লক্ষ্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের দুটি উপায় উদ্ভাবনী সম্মেলন আহ্বানে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেন।

২০০০ সালে যুগোশ্লাভ ফেডারেল প্রজাতন্ত্রের টেলিযোগাযোগ মন্ত্রীর উপদেষ্টা হিসেবে মি. জেরেমিক তাঁর সরকারি কর্মজীবন শুরু করেন। ২০০৩ সালে তিনি সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রো স্টেট ইউনিয়নের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা নিযুক্ত হন এবং ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি ডেমোক্রেটিক পার্টির পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ লাভ করেন। একই বছরের শেষ দিকে ২০০৪ সালের জুলাই মাসে তিনি সার্বিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্টের পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক উর্ধ্বতন উপদেষ্টা পদে অধিষ্ঠিত হন

এরপর : পৃষ্ঠা-১২

সভ্যতাগুলোর মধ্যে সংলাপ এগিয়ে নিতে জাতিসংঘ কী করতে পারে

'যুদ্ধ মানুষের মনে শুরু হয় বলে মানুষের মনেই শান্তির প্রতিরক্ষা গড়ে তুলতে হবে।' (ইউনেস্কো গঠনতন্ত্র মুখবন্ধ)

২০০১ সালকে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ সভ্যতাগুলোর মধ্যে জাতিসংঘ সংলাপ বর্ষ ঘোষণা করার পর ২০১১ সালে তার এক দশক পূর্ণ হয়েছে। আধুনিক যুগে সবচেয়ে বর্বরোচিত হামলাগুলোর মধ্যে ২০১১ সাল তার একটির দশম বার্ষিকীও। দুটি ঘটনাকে পাশাপাশি রাখলে দেখা যায় যে, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জনগণের মধ্যে যথার্থ সংলাপের মাধ্যমে অসম্যক-বর্ণিত 'সভ্যতার সংঘাত' নয় বরং 'অজ্ঞতার সংঘাত' বিষয়ক যে কোনো ধারণা হ্রাস ও বিদূরণে জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্রের একটি সুদৃঢ় অঙ্গীকারের প্রয়োজন যে কোনো কিছুর চেয়ে বেশি। সংলাপ যে সন্ত্রাসবাদের একটি উপযুক্ত জবাব কেবল তা নয় বরং তার উপযুক্ত প্রতিফল এবং 'মানবজাতির মধ্যে সর্বোত্তম বিষয়টি এগিয়ে নেয়ার' সবচেয়ে কার্যকর পন্থার একটি। এটা যোগাযোগ ও স্বীকৃতির পারস্পরিক এই সম্পর্ক বোঝায় যে, সত্য কেবল একটি অনন্য গ্রুপের একক স্বত্বাধীন নয় এবং স্বত্বাধীন হতে পারে না। 'সংলাপের যেখানে শেষ সেখানে সংঘাতের শুরু বলে অতীতের রাজনৈতিক খণ্ড-বিখণ্ডগুলোর কারণ অনুসন্ধান ও আলোচনার একটি অভিন্ন ক্ষেত্র খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা চালানো অপরিহার্য। তাই বিভিন্ন সংস্কৃতি ও সভ্যতার জনগণের মধ্যে যথার্থ সংলাপের আদর্শ কখনো গতি বা চালিকাশক্তি হারায়নি। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে বিকাশমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে এটাকে কেবল খাপ খাইয়ে নিতে হবে।

সভ্যতাগুলোর মধ্যে সংলাপের ধারণা জাতিসংঘের জন্য নতুন নয়। বরং সংলাপের ধারণা জাতিসংঘের মৌলিক কাঠামোর অংশ, সাবেক মহাসচিব কফি আনান যার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেছিলেন : 'জাতিসংঘের সৃষ্টি এই বিশ্বাসে হয়েছিল যে, অনৈক্যের ওপর সংলাপ জয়ী হতে পারে এই কারণে যে, বৈচিত্র্য একটি সর্বজনীন গুণ এবং বিশ্বের জনগণ তাদের পৃথক পরিচিতির দ্বারা যতোটা বিভক্ত তার চেয়ে তাদের অভিন্ন ভাগ্যের দ্বারা অনেক বেশি ঐক্যবদ্ধ।' এই সংস্থার অর্থই হলো সভ্যতাগুলোর মধ্যে তা 'সংলাপের প্রাকৃতিক আবাস, এটি সেই ফোরাম যেখানে এ ধরনের সংলাপ বিকশিত হতে পারে এবং মানব প্রচেষ্টার প্রতিটি ক্ষেত্রে যা সুফল বয়ে আনতে পারে।' আজকে নতুন এক গুচ্ছ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন জাতিসংঘকে তার প্রতিষ্ঠার মূল্যবোধকে আবারও সমুন্নত করতে হবে এবং নবপ্রবর্তিত উদ্যোগের মাধ্যমে নিজস্বতা বোধের একটি নতুন সংস্কৃতি সৃজনের মাধ্যমে সংলাপের ভিত্তি রচনা করতে হবে।

জাতিসংঘ স্থিতিশীল উন্নয়ন সম্মেলনের ফলশ্রুতি দলিল এবং জাতিসংঘ ব্যবস্থার অর্পিত কর্ম টিমের রিপোর্ট : ভবিষ্যৎকে অনুধাবন করে আমরা আরো বেশি অন্তর্ভুক্তিমূলক, জনকেন্দ্রিক স্থিতিশীল উন্নয়নের মাধ্যমে শান্তি গড়ে তোলা ও রক্ষা করার লক্ষ্যে সবার জন্য একটি সুস্পষ্ট এজেন্ডা তুলে ধরতে চাই। একই সঙ্গে উভয় দলিলেই আমাদের বর্তমান বিশ্বকে আকৃতিদানে বিশ্বায়নকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শক্তিগুলোর অন্যতম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, সে সঙ্গে আন্তঃসংস্কৃতি সংলাপের ওপর তার বিপুল প্রভাবের কথাও বলা হয়েছে।

বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া ক্রমবর্ধমান হারে এক সমাজকে আরেক সমাজের কাছে উন্মোচিত করছে এবং অভ্যন্তরীণভাবে তাদের মধ্যে বৈচিত্র্য নিয়ে আসছে বলে শান্তির প্রতি নতুন নতুন হুমকি রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত এবং কখনো কখনো সবগুলোর মিশ্র রূপ নিচ্ছে। এগুলো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বা আন্তঃরাষ্ট্রের উত্তেজনায় রূপ নিতে পারে, যেগুলো সংঘাত, যুদ্ধ, দেশের এপার-ওপারব্যাপী রোগজীবাণুর বিস্তার, বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদ, সুনামি, বন্যা ও খরা, পানিসম্পদ নিয়ে বিরোধ, সাইবারস্পেসের অপব্যবহারে মোড় নিতে পারে এবং এসব শক্তির মিলিত পরিণামে বিপর্যয়কর সামাজিক রূপান্তর ও সুনামির মতো জনমানব চলাচলে ঢল নামতে পারে। এসব পরিস্থিতি সংলাপ ও স্থায়ী শান্তি গড়ে তোলার অবস্থা আমূল বদলে দেয়। সকল মহাদেশে প্রবৃদ্ধির বিস্তার ঘটলেও পুরনো অসমতা রয়ে গেছে এবং নতুন নতুন অসমতার উদ্ভব ঘটছে। নতুন নতুন প্রযুক্তি মানুষকে নৈকট্যে নিয়ে আসছে, তবু অনেকেই এই পরিবেশে হুমকি,

বিভ্রান্ত, পরদেশী ও বর্জিত বোধ করছে। গভীর পরিবর্তন আমাদের যোগাযোগের উপায়কেই কেবল স্পর্শ করনি, বরং যোগাযোগ পন্থায়ও তার ছোঁয়া লেগেছে, যা অনেক মানুষকে অপরিবর্তনীয় রূপান্তরের জালে আটকে ফেলে বহিরাগতজনে পরিণত করছে। দেশের অভ্যন্তরে এবং দেশগুলোর মধ্যে সুস্পষ্ট অসমতার বিদ্যমানতা স্পষ্টতই প্রমাণ করে যে, আমাদের রাজনৈতিক উন্নয়নের চেয়ে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন অনেক বেশি অগ্রসর। মানুষ ও যে সমাজে তারা বাস করে তার ওপর গতিশীল আন্তঃসাংস্কৃতিক অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতের নীতিগতভাবে একটি অনুকূল অভিঘাত পড়া উচিত হলেও অনেক ক্ষেত্রে তা উদ্বেগ ও পরিচয় হারানোর ভয় সৃষ্টি করে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ক্রমবর্ধমান সংযোগ, যুগপৎ সংঘটন ও পারস্পরিক সম্পর্ক মোকাবেলার একটা এলোপাতাড়ি অবস্থা সৃষ্টি করে। সামাজিক নেটওয়ার্কের ১৪০টি ক্যারেক্টার (যেমনটি আছে টুইটারে), ক্যারিকেচার বা স্ট্যাটাস আপডেটের যোগাযোগের ধরনে সাংস্কৃতিক সীমান্ত নিয়ে প্রায়ই আলোচনা হয়। এভাবে ভুল বোঝাবুঝি আর কোনো ব্যতিক্রম নয়, বরং একটা প্রবণতা হয়ে উঠেছে, যা হয় এক ধরনের আত্মপ্রতিফলনের অভাবে, যে কথা 'অন্যদের' সাংস্কৃতিক নির্মাণ নিয়ে আলোচনাকালে *ওরিয়েন্টালিজমে* অ্যাডওয়ার্ড সাঈদ উল্লেখ করেছেন। অগ্রগতির বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক ভিত্তি নিয়ে পুনর্বার চিন্তাভাবনা করা এবং সংলাপের মাধ্যমে অবাধ ধারণা প্রবাহ, বৈশ্বিক শান্তি ও শরিকানামূলক সমৃদ্ধি গড়ে তোলার মনোভাব, আচরণ ও কার্যক্রমকে অনুপ্রাণিত করার মতো মানবিক মূল্যবোধ পুনর্ব্যক্ত করা জরুরি হয়ে পড়েছে। বস্তুতপক্ষে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, সংলাপ, নিরাপত্তা ও শান্তির নিবিড় সংযোগকে আরো ব্যাপকভাবে বিবেচনা করতে হবে। জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (ইউনেস্কো) সবুজ, উন্মুক্ত, অন্তর্ভুক্তি ও অংশগ্রহণমূলক এমন সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সবার জন্য শিক্ষা, শরিকানামূলক বিজ্ঞান, নমনীয় সংস্কৃতি এবং সুযোগ নেয়ার উপযুক্ত যোগাযোগ ও তথ্য নেটওয়ার্কের ভূমিকা তুলে ধরেছে, যে সমাজে কুসংস্কার, প্রতিষ্ঠিত নিশ্চিতাবস্থা, মৌলবাদ ও অন্যান্য আমূল পরিবর্তনের মনোভাব অগ্রাহ্য করে প্রক্রিয়া হিসেবে সংলাপ একটা সর্বজনীন প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়।

ক্রমাবনতিশীল সম্পদ, ক্রমবর্ধমান অসমতা ও জনমিতিগত পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে সংলাপ কেন্দ্রবিন্দুতেই অবস্থান করছে: 'প্রতিদিন সকল জাতির মধ্যে—সভ্যতার অভ্যন্তরে ও সভ্যতাগুলোর মধ্যে, সংস্কৃতি ও গ্রুপের মধ্যে এই সংলাপ অনুষ্ঠিত না হলে কোনো শান্তি স্থায়ী হতে পারে না এবং কোনো সমৃদ্ধি নিরাপদ হতে পারে না। তাই সংস্কৃতি ও সভ্যতাগুলোর মধ্যে যথার্থ সংলাপের প্রয়োজন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটা বাস্তবতা। এই বার্তা সর্বত্র পৌঁছানো অপরিহার্য যে, মানব সংস্কৃতির সমৃদ্ধি এমন একটা বিষয় যাকে ভীতিকর করে তোলা নয়, বরং উদযাপন ও গভীর করতে হবে। এসব বিষয় বিবেচনা করে রাজনীতি কীভাবে সংস্কৃতি ও সভ্যতাগুলোর মধ্যে ব্যাপকার্থে সংলাপ সম্ভব করে তুলতে পারে? জাতিসংঘ কীভাবে স্থানীয় সংস্কৃতির উন্নতি ও বিকাশ রোধ না করে সর্বজনীনভাবে বন্টিত মূল্যবোধের সঙ্গে ব্যক্তি ও সমাজের মূল্যবোধের পুনর্মিলন প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দেবে? কোন ধরনের হাতিয়ার আমাদের 'নিজস্ব সাংস্কৃতিক ও সভ্যতাগত জীবন-বিশ্বের' সীমানা পুনরায় কল্পনা করতে এবং আরো মানুষ, জাতি, ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কৃতিকে জায়গা করে দিতে সাহায্য করবে?

সহজ কোনো উত্তর নেই; তবে এটা স্পষ্ট যে, যে জটিল বিশ্বে বন্টিত আক্রমণ্যতা বোধে সমবর্তিত ধারণা ও আন্তঃসাংস্কৃতিক ভিন্নমত ইন্ধন জোগায় সেখানে তা সহিংসতা ও সংঘাত ডেকে আনতে পারে এবং উগ্র গোঁড়ামি ও চরমপন্থা ছড়াতে পারে। এই অবস্থায় জাতিসংঘকে সেখানে আমাদের উদ্দেশ্যের ঐক্য তুলে ধরে অভিন্ন লক্ষ্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। জাতিসংঘ ব্যবস্থাকে তার সকল সংস্থার অবদানের মাধ্যমে প্রতিপাদন করতে হবে যে, আমাদের কল্পনার দারিদ্র্য এবং বর্তমান আর্থিক, নৈতিক ও জাতিগত সঙ্কট উতরাতে সভ্যতাগুলোর মধ্যে অন্যতম শক্তিশালী হাতিয়ার হলো সংলাপ।

সংস্কৃতিগুলোর মধ্যে সংলাপ ইউনেস্কোর কর্মতৎপরতার মেরুদণ্ডে রয়েছে এবং ইউনেস্কোর গঠনতন্ত্রে গভীরভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করা আছে, যাতে দৃঢ়ভাবে বলা হয়েছে যে, সরকারের একান্তভাবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় সৃষ্ট শান্তি বিশ্বের মানুষের সর্বসম্মত, স্থায়ী ও আন্তরিক সমর্থন অর্জনের মতো শান্তি হবে না, বরং ব্যর্থ হতে না হলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে হবে মানবজাতির বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক সংহতির ওপর। তাই ইউনেস্কো স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতের সঙ্গে তার স্বপ্ন ও কাজকে সঙ্গতিপূর্ণ করে 'বিশ্বের মানুষের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শান্তি ও মানবজাতির অভিন্ন কল্যাণের উদ্দেশ্যকে' এগিয়ে নিতে চায়। গঠনতন্ত্রে বলা হয়েছে, 'মানবজাতির ইতিহাসে একের পথ ও জীবন সম্পর্কে অপরের অজ্ঞতাপ্রসূত অভিন্ন কারণেই বিশ্বে মানুষে মানুষে সন্দেহ ও ভুল বোঝাবুঝির ফলে সৃষ্ট ব্যবধান প্রায় ক্ষেত্রেই যুদ্ধে গড়িয়েছে।'

বিগত বছরগুলোতে সংস্কৃতিগুলোর মধ্যে সংলাপে ইউনেস্কোর বিনিয়োগ বিস্তর। গোড়ার দিকে ১৯৫০-এর দশকে মেজর ইস্ট-ওয়েস্ট প্রজেক্টের মতো বিশাল আন্তর্জাতিক উদ্যোগ থেকে এখনো প্রসারমান বিখ্যাত সিল্ক রুট ও স্লেভ রুট কর্মপ্রয়াস নিয়ে আন্তঃধর্ম ও আন্তঃবিশ্বাস সংলাপের অন্তর্ভুক্তিতে এসব বিনিয়োগ করা হয়েছে।

বস্তুতপক্ষে মানবজাতির অভিন্ন আকাঙ্ক্ষার রূপদানে যে ধারণা ব্যবহার করা হয়েছে তা আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের পাশাপাশি বিকশিত হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে বরং কালানুক্রমিকভাবে 'সহনশীলতা' (১৯৯৫), 'শান্তির সংস্কৃতি' (২০০০), 'সভ্যতাগুলোর মধ্যে সংলাপ' (২০০১), 'আন্তঃসংস্কৃতি ও আন্তঃধর্ম সংলাপ (২০০৭) এবং আরো সম্প্রতি 'সংস্কৃতির পুনঃসম্পর্ক স্থাপনের (২০১০)-এর মতো শব্দগুলো এই ধারণাগত, রাজনৈতিক ও প্রায়োগিক দৃষ্টিভঙ্গি বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে।

তবু যে 'শান্তির সংস্কৃতির' জন্য আন্তর্জাতিক শান্তি বর্ষ (২০০০) এবং আন্তর্জাতিক শান্তির সংস্কৃতি ও বিশ্বের শিশুদের জন্য অহিংসা দশক (২০০১-২০১০) পালন করা হয়েছে তার উদ্যমী ধারণায়। অন্যান্যের মধ্যে বৈচিত্র্য, সংলাপ, মানবাধিকার, লিঙ্গভিত্তিক সমতা এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা অর্জনে গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন আগের মতোই বহাল রয়েছে। এই বর্ষ ও দশক উভয়টি পালনে নেতৃত্বের ভূমিকায় ছিল ইউনেস্কো।

শান্তির সংস্কৃতি সংক্রান্ত সকল প্রস্তাব বাস্তবায়নে জাতিসংঘ নেতৃ সংস্থা হিসেবে ইউনেস্কোকে মনোনীত করছে। শান্তির সংস্কৃতির সংজ্ঞার মধ্যে রয়েছে সেই মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ যা স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র, সকল মানবাধিকার, সহনশীলতা ও সংহতির নীতিমালার ভিত্তিতে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া ও বিনিময়কে প্রতিফলিত ও অনুপ্রাণিত করে, যা সহিংসতাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং সংলাপ ও আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে তার অন্তর্নিহিত কারণ মোকাবেলার মধ্য দিয়ে সংঘাত রোধের প্রচেষ্টা চালায় এবং যা সকল অধিকার পুরোপুরিভাবে ভোগ করা ও তাদের সমাজের উন্নয়নে পুরোপুরি অংশগ্রহণের উপায়ের নিশ্চয়তা দেয়।' (এ/আর ইএস/৫৩/২৪৩)।

৯/১১-এর ঘটনার পর জাতিসংঘ 'সভ্যতাগুলোর মধ্যে সংলাপের বিশ্ব এজেন্ডা' গ্রহণ এবং ইউনেস্কোকে জাতিসংঘ ব্যবস্থার মধ্যে নেতৃ ভূমিকা অর্পণ করে। বিশ্ব এজেন্ডা ভবিষ্যৎ কার্যব্যবস্থার জন্য অনুপ্রেরণা ও একটি অভিন্ন কাঠামোর ব্যবস্থা করে অন্যান্যের মধ্যে বলেছে, সর্বজনীন শরিকানামূলক মূল্য বোধভিত্তিক সংলাপের বুনিয়াদ রচনা এবং সংলাপের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত বাস্তব কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অন্যান্য সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সমাজ সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী জ্ঞানের ব্যবধান দূরীকরণের উদ্দেশ্যে মানুষে মানুষে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার, সমতা ও সহনশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে সংলাপ একটি প্রক্রিয়া।

বিগত বছরগুলোতে ধারণাগত আলোচনার বাইরে নতুন নতুন ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে একটি অধিক বাস্তব পর্যায়ের কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয়েছে। এ লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে কৌশলগত উদ্দেশ্যের আরো বাস্তব উন্নয়নে কার্যক্রমের ওপর আলোকপাত ও বিশ্ব থেকে অবস্থান পরিবর্তন করে আঞ্চলিক পর্যায়ে গমন করা। আন্তঃসংস্কৃতি সংলাপের ক্ষেত্রে ইউনেস্কোর অন্যতম সর্বাধিক সফল উদ্যোগ হলো দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রপ্রধানদের শীর্ষ সম্মেলন। এই শীর্ষ সম্মেলন গৃহযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত একটি অঞ্চলে সংলাপ ও সহযোগিতাকে সুদৃঢ় করেছে। এই গৃহযুদ্ধ খুব বেশিদিন আগের কথা নয়। এ অঞ্চলের রাষ্ট্রপ্রধানদের এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত দশটি শীর্ষ সম্মেলনে আঞ্চলিক সংলাপের জন্য বাস্তব ব্যবস্থা অর্জিত হচ্ছে, যার পেছনে রয়েছে বিশেষত সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের শক্তি। এগুলোর মধ্যে রয়েছে স্বপ্নের দৃষ্টান্তমূলক রেকর্ড, রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং সংলাপের মাধ্যমে কাজ করা ও ব্যবধান দূর করা এবং সহযোগিতা বৃদ্ধির অঙ্গীকার। প্রচলিত সংলাপের পথ স্থায়ীভাবে বদলে যাচ্ছে স্বীকার করে ২০১০ সালে ইউনেস্কো মহাপরিচালক আইরিনা বোর্কোভা শান্তি ও সংস্কৃতির সংলাপ সংক্রান্ত একটি উচ্চ পর্যায়ের প্যানেল গঠন করেন, যাতে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের বুদ্ধিবৃত্তি ও পরিচিতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রখ্যাত চিন্তাশীল, শিল্পী ও পেশাজীবীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যারা সংলাপ ও পুনর্মিলনের ভিত্তিতে শান্তির নতুন নতুন পথ উন্মোচন করবেন।

আন্তঃসভ্যতা সংলাপে জীবনের সকল পর্যায়ের বহুবিধ স্বার্থসংশ্লিষ্টের অবদান থাকতে হবে বলে ২০০৮ সালে ইউনেস্কো সে সময়ে নবসৃষ্ট এলায়েন্স অব সিভিলাইজেশনসের পরিপূরক ভূমিকা সম্ভাব্য সর্বাধিক পর্যায়ে নেয়ার লক্ষ্যে তার সাথে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে। আরো সম্প্রতি ইউনেস্কো ২০১১ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত সাধারণ সম্মেলনে শান্তির সংস্কৃতির জন্য একটি নতুন জরুরি কর্মসূচি গ্রহণ করে, যার উদ্দেশ্য ছিল শান্তিকে সবার জন্য বোধগম্য বাস্তবে পরিণত করা।

জটিল পরস্পর নির্ভরশীল এই বিশ্বের যেখানে কোনো একটি স্থানের সংঘাত সকল স্থানে সংঘাতের বিস্তৃতি ঘটাতে পারে, সেখানে একথা বোঝা জরুরি যে, শান্তি তাৎক্ষণিকভাবে অন্তর্হিত হতে পারে, এমনকি সেসব দেশ থেকেও, যেখানে শান্তির একটা দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। স্থায়ী শান্তি দৈনন্দিন চর্চার একটি জটিল ও ভঙ্গুর জালে অবস্থান করে যা ছড়িয়ে থাকে স্থানীয় পরিবেশ-পরিস্থিতি ও অত্যন্ত স্বল্পস্থায়ী অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ জুড়ে, যা ব্যক্তি ও সমাজ এই বিশ্বাসে সৃজনশীলভাবে রক্ষা করে যে, এটা হলো মর্যাদা ও শরিকানামূলক সমৃদ্ধির মধ্যে একসঙ্গে বসবাস করার স্থিতিশীল শর্ত।

'কোমল' ক্ষমতার ম্যান্ডেট নিয়ে শান্তির সংস্কৃতি, স্থিতিশীল উন্নয়ন ও জ্ঞানের সমাজকে সমন্বিত করার কাজে নিয়োজিত ইউনেস্কোর অন্তর্ভুক্তিমূলক সৃজনশীল পরিবর্তন লালন, স্থায়ী শান্তির ক্ষেত্রে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং প্রতিরোধ, মধ্যস্থতা, পুনর্মিলন ও আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপের মাধ্যমে অনুকূল কার্যক্রমকে উজ্জীবিত করার লক্ষ্য ও দায়িত্ব রয়েছে।

এ লক্ষ্যে ইউনেস্কো কিছু কৌশলগত উদ্দেশ্যে কাজ করছে:

- সক্রিয়, সততা ও স্থায়ী সংলাপের মধ্যে সমসাময়িক সমাজের বৈচিত্র্যকে প্রতিফলিত করে একাত্মতা, স্বতঃস্ফূর্ত সংহতি ও আতিথেয়তার মতো আন্তঃসাংস্কৃতিক দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে শান্তি ও অহিংসা জোরদার করা;
- সামাজিক ঐক্য ও অন্তর্ভুক্তি লালন, বিশেষ করে নারী ও যুবদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে বহুত্ববাদী ও গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ;
- শান্তি, অহিংসা, সহনশীলতা ও আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপ এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে মিডিয়া এবং আইসিটিকে ব্যবহার করা;
- সংলাপের মাধ্যমে সঙ্গতিপূর্ণ মিথস্ক্রিয়া গড়ে তোলার জন্য স্থিতিস্থাপক হাতিয়ার হিসেবে উত্তরাধিকার ও সমসাময়িক সৃজনশীলতাকে এগিয়ে নেয়া;
- বিশ্বের সকল অঞ্চলে স্থিতিশীল ও

৮

অন্তর্ভুক্তিমূলক জ্ঞানের সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, যোগাযোগ ও তথ্যের সামর্থ্য অনুযায়ী ভূমিকা জোরদার করা।

ইউনেস্কো তার সকল কাজের মাধ্যমে একুশ শতকের জন্য বিশ্ব নীতিবিধানের পথ হিসেবে নতুন মানবতাবাদের একটি স্বপ্নের পক্ষে কথা বলতে এবং এভাবে সভ্যতাগুলোর মধ্যে সংলাপের চ্যালেঞ্জের প্রতি সাড়া দিতে চায়। সংলাপ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক লালনে সংস্কৃতি একটি অফুরন্ত সম্পদ।

একসঙ্গে বাস করার নতুন নতুন পথ খুঁজে বের করতে গিয়ে জাতিসংঘ ও তার সংস্থাগুলোকে আন্তঃসাংস্কৃতিক যোগাযোগে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি নতুন করে উদ্ভাবন এবং উন্মুক্ত সংলাপের ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে। সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার গঠন আমাদের নিজেদের নিয়ে প্রথম বলা কাহিনী, যে কাহিনী আমরা বিশ্বাস করি। জাতিসংঘ একটা গভীর পর্যায়ে এসব কাহিনী শোনাতে ও বোঝাতে পারে এবং 'অন্যের' অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁর প্রাসঙ্গিক ইতিহাস ও মূল্যবোধসহ একটা গভীরতর সচেতনতা সংযোজন করতে পারে। ওপরের বর্ণনার আলোকে আমাদের এখন যা প্রয়োজন তা হলো, একগুচ্ছ সুনির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক ও নীতিগত ব্যবস্থা যেগুলো নিশ্চিতভাবে আমাদের বর্তমান যুগের বিশেষ রাজনৈতিক, প্রযুক্তিগত ও গ্রহের অবস্থায় উপযোগী হবে। এ লক্ষ্যে, মানব মর্যাদা, স্বাধীনতা, সমতা, পারস্পরিক আস্থা, শরিকানামূলক দায়িত্ব ও আন্তঃসাংস্কৃতিক সংহতির অনকূল একটি কল্যাণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে স্থিতিশীল শান্তিকে মানবজাতির স্থিতিশীল ভবিষ্যতের জিম্মাদারে পরিণত করাই এখন প্রয়োজন।

উন্মুক্ত সুযোগ এবং রুদ্ধ মন : ডিজিটাল যুগে মেধা সম্পদ ও জনস্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা

প্রায় এক দশক আগে দক্ষিণ আফ্রিকাভিত্তিক ব্রিটিশ প্রামাণ্য চিত্র প্রযোজক নেইল কারি আফ্রিকার বিস্তীর্ণ অরণ্য জুড়ে জটিল ইকো ব্যবস্থা নিয়ে দ্য এলিফ্যান্ট, দ্য এমপেরর অ্যান্ড দ্য বাটারফ্লাই ট্রি নামক একটি অসামান্য চলচ্চিত্র তৈরি করেন। এই আকর্ষণীয় কাহিনীটি শীর্ষস্থানীয় পরিবেশ ও প্রাকৃতিক ইতিহাস বিষয়ক চলচ্চিত্র উৎসবে অনেক পুরস্কার অর্জন করেছে। নেইলকে কাহিনী নিয়ে গবেষণা ও চিত্রধারণ করতে গিয়ে বোতসোয়ানায় বেশ কয়েক মাস কাটাতে হয়েছে বলে চিত্রায়ন যেখানে করা হয়েছে, তিনি চলচ্চিত্রটি সেখানে নিয়ে যেতে চান। তিনি জানতেন যে, স্থানীয় জনগণ ও দর্শনার্থীদের শিক্ষাদানে সেই এলাকার অভয়ারণ্য ও স্কুলগুলো চলচ্চিত্রটি ব্যবহার করতে পারবে। কিন্তু তাতে একটি সমস্যা ছিল : ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশন (বিবিসি) প্রাকৃতিক ইতিহাস ইউনিট চলচ্চিত্র নির্মাণে অর্থসংস্থান করায় কপিরাইট ছিল তাদের এবং তাই তারা স্বত্বের ভাগ দেবে না। বোতসোয়ানায় ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ডিভিডির একটি কপির জন্য দু'বছর ধরে নেইলের অনুরোধ প্রতিষ্ঠানটির আমলাতন্ত্রের জটিলতায় ঘুরপাক খায়, শেষে নেইল আশা ছেড়ে দেন।

এটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় এবং বিবিসিও একমাত্র দোষী নয়। প্রতি বছর বিভিন্ন পরিবেশ, উন্নয়ন ও সামাজিক বিষয়ের ওপর শত শত প্রামাণ্য ও টিভি

অনুষ্ঠান নির্মাণে বিপুল অঙ্কের সরকারি ও জনসেবামূলক অর্থ ব্যয় হচ্ছে। এগুলো সচরাচর অল্প কয়েকবার প্রদর্শিত হয়, কোনো কোনোটি চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হয় বা ডিভিডিতে ছাড়া হয়। বেশিরভাগই সম্প্রচার মহাফেজখানায় বাক্সবন্দি করে রাখা হয়, যা কখনো আর দেখা যায় না। এটি এমনি একটা হারানো সুযোগ। অনেক তথ্যচিত্রের তাকে পড়ে থাকার জীবন দীর্ঘ, যেগুলো বিশেষ করে যেখানে উন্নয়নশীল দেশে এ ধরনের সম্পদের অভাব রয়েছে, সেখানে শিক্ষা, সপক্ষতা ও প্রশিক্ষণে বিশেষ ফলপ্রসূ হতে পারে। কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণ—উভয় গোলার্ধেই সম্প্রচার শিল্পে ভাগাভাগির কোনো সংস্কৃতি নেই। এমনকি ব্যক্তিবর্গ তাদের সৃজনের ব্যাপক ব্যবহারে আগ্রহী হলেও প্রাতিষ্ঠানিক নীতি প্রায়ই তাতে বাদ সাধে।

সামাজিক পরিবর্তনের জন্য যোগাযোগের প্রক্রিয়া এগিয়ে চলেছে। টেলিভিশন বিশ্বের সবচেয়ে বেশি পরিব্যাপক মাধ্যম হলেও কেবল সম্প্রচার কাজটি এককভাবে সম্পন্ন করতে পারে না। এশিয়ার উন্নয়নে আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, শ্রেণিকক্ষ ও অন্যান্য ছোট ছোট গ্রুপের মধ্যে স্বল্প আয়তনে প্রদর্শনের ফল অনেক সময় বেশি। তবে

সম্প্রচারবহির্ভূত অধিকারগুলো পরিষ্কার করে তোলার বিষয়টি একটা বড় সংগ্রাম।

কপিরাইটমুক্ত এলাকা?

২০০৬ সালের সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কে জাতিসংঘে ঊনষাটতম বার্ষিক ডিপিআই/এনজিও সম্মেলনে আমি সরকারি ও বাণিজ্যিক সকল সম্প্রচারকারীকে প্রাথমিক প্রদর্শনের পর টেলিভিশনে উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয় বাদ দিয়ে তাদের মহাফেজখানায় শিক্ষা ও সুশীল সমাজ গ্রুপগুলোকে প্রবেশের সুযোগ দেয়ার অনুরোধ জানাই। আমি সম্প্রচারকারীদের কাছে দারিদ্র্য ও

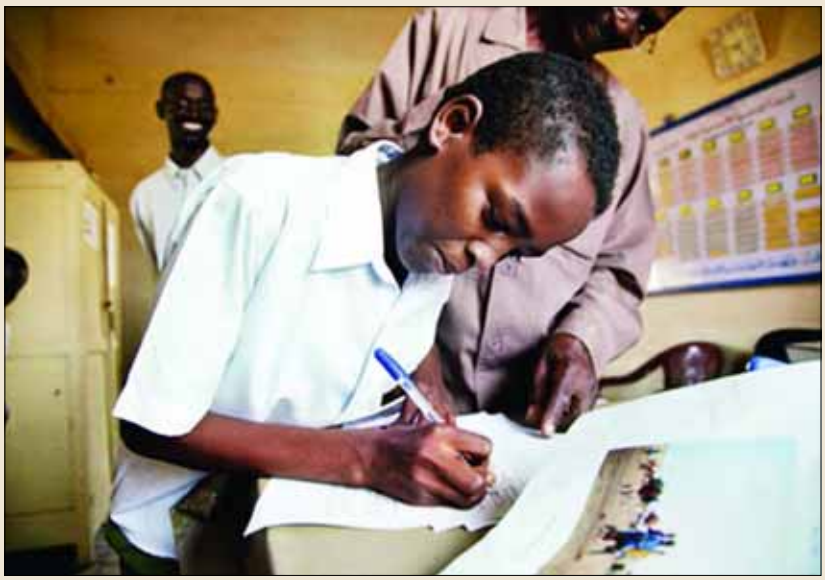

উন্নয়নকে 'কপিরাইটমুক্ত এলাকা' হিসেবে বিবেচনা করার প্রস্তাব রাখি। এশিয়ায় বিভিন্ন সম্মেলনে আমি বারংবার এই আহ্বান জানাই। অনেক মিডিয়া ব্যবস্থাপক একান্তে আমার কাছে সম্মত হলেও তাদের প্রতিষ্ঠান ও শিল্প আগের মতোই ব্যবসা চালিয়ে যেতে থাকে।

উৎসাহের কথা হলো বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম রয়েছে : ২০০৯ সালে কাতারভিত্তিক সংবাদ চ্যানেল আল-জাজিরা তার রিপোর্টার ও কুশলীদের সংগৃহীত নির্বাচিত সংবাদ ও চলতি ঘটনাবলির ফুটেজ কোনোরূপ বিনিময় না নিয়ে অন্যদের প্রদান করে। আল-জাজিরাই বৈশ্বিক সম্প্রচারকারী হিসেবে সর্বপ্রথম কাজটি করে। চ্যানেলটি যে কাউকে এ ধরনের উপাদান ডাউনলোড, বিনিময়, রিমিক্স, সাবটাইটেল ও পুনঃসম্প্রচারের (বা ওয়েবকাস্ট) এর সুযোগ দেয়।

অস্ট্রেলীয় ব্রডকাস্টিং করপোরেশন (এবিসি)ও মহাফেজকানায় রক্ষিত কিছু অডিও-ভিডিও সামগ্রী এবিসি পুল নামক একটি সহযোগিতামূলক মিডিয়া প্লাটফর্মের মাধ্যমে ছাড়তে শুরু করেছে। নন্দিত ফরাসি ফটোগ্রাফার, সাংবাদিক ও পরিবেশবাদী ইয়ান আরক্ষস-বার্ট্রান্ড ২০০৯ সালের বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে কপিরাইটের কোনো বিধিনিষেধ ছাড়াই *হোম* নামক বড় ধরনের একটি নতুন প্রামাণ্য চিত্র মুক্তি দেন। ভিডিও বিনিময় সাইট ইউটিউব ডট কম থেকে ১২০ মিনিটের এই চলচ্চিত্র বিনামূল্যে ডাউনলোড করা যায়।

মসৃণ পথযাত্রা সুগম করার জন্য আল-জাজিরা এবং এবিসি উভয়েই ক্রিয়েটিভ কমনসের ৩.০ এট্রিবিউশন লাইসেন্স ব্যবহার করে। ক্রিয়েটিভ কমনস একটি আন্তর্জাতিক লাভবিমুখ সংস্থা, যা কপিরাইট অধিকারীদের সামগ্রী অন্যদের পুনর্ব্যবহার ও রিমিক্স করতে দেয়ার জন্য তাদের বিনামূল্যে লাইসেন্স ও হাতিয়ার প্রদান করে। ২০০১ সাল থেকে সংস্থাটি হাজার হাজার প্রগতিশীল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে তাদের কাজ বিনিময়ের জন্য একটি আইনি কাঠামো দিয়েছে। সৃজনকারীদের এখনো কিছু অধিকার বহাল আছে—ব্যবহারের কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাদের সুযোগ দেয়া যাবে তারা তা পছন্দ করতে পারে।

ঐতিহাসিক উত্তেজনা

এসব উদ্যোগ সত্ত্বেও বিধিনিষেধ আরোপ ও বিনিময়ের মধ্যে বিতর্কটি এখনো বিবাদমূলক।

আধুনিক কপিরাইট আইনের সূচনা অষ্টাদশ শতাব্দীতে পশ্চিমা সমাজে। সেই থেকে যোগাযোগ প্রযুক্তি ও অর্থনীতির অনেক বিবর্তন ঘটলেও অনেক কপিরাইট আইনের ধারণা বিদ্যুৎ আবিষ্কারের আগেই গড়ে উঠেছে।

ভারতীয় বংশোদ্ভূত চীনা আইন গবেষক লরেন্স লিয়াং উল্লেখ করেছেন যে, ইন্টারনেট ও ডিজিটাল মিডিয়ার কারণে মূল ও কপির মধ্যে পার্থক্য বহুলাংশে সেকেলে হয়ে গেলেও কপিরাইট আইনে পরিবর্তন এনে কৃত্রিমভাবে তা ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। স্থিতাবস্থা বজায় রাখার প্রতি চ্যালেঞ্জকারীরা বিরাট সংগ্রামের সম্মুখীন হয়েছে। তিনি বলেন : 'কপি লেফট, উন্মুক্ত উৎস আন্দোলন, ফেয়ারশেয়ার ও স্ট্রিট পারফরমার প্রটোকলের মতো কপিরাইটের বিকল্পের বিদ্যমানতা কপিরাইটের বাস্তবতাকে অসার প্রমাণ করে। ধারণাগত দিক থেকে এসব বিকল্প কপিরাইটের মূল ধারণাকেই চ্যালেঞ্জ করে। সৃজনের জন্য 'উৎসাহব্যঞ্জক ব্যবস্থা' থাকলেও ব্যবহারকারীদের কাজটি পরিবর্তন ও বণ্টনের সামর্থ্য হলো গুরুত্বের বিষয়...।'

ফ্রি ও ওপেন সোর্স সফটওয়ার (এফওএসএস) আন্দোলনকে লিয়াং কপিরাইট নিয়ে জোরালো বিতর্কের একটি 'শক্তিশালী পাল্টা কল্পনা বলে মনে করেন, যা বিকল্প পন্থা উন্মুখ করবে, যার মাধ্যমে আমরা জ্ঞান উৎপাদন ও বিতরণের প্রশ্ন নিয়ে ভাবতে পারব।'

এফওএসএসের সমর্থকরা প্রমাণ করেছেন যে, সহযোগিতার ভিত্তিতে সফটওয়ার উন্নয়ন মালিকানা ব্যবস্থার সঙ্গে সহাবস্থান করতে পারে। এফওএসএস ব্যবহারকারীদের পছন্দ বাড়িয়ে দেয়ার পাশাপাশি অনেক উদয়নশীল অর্থনীতির দেশে কম্পিউটার সাক্ষরতা ও জ্ঞানের সুযোগ বৃদ্ধি করছে।

বিজ্ঞানে উন্মুক্ত সুযোগ

এদিকে বৈজ্ঞানিক প্রকাশনার নিজস্ব উন্মুক্ত সুযোগ/ওপেন এ্যাক্সেস (ওএ) নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। এর মূলে যে প্রশ্ন রয়েছে তা হলো : স্বল্প আয়ের দেশগুলোর গবেষকদের কি বিনামূল্যে গবেষণালব্ধ সর্বশেষ সুফল লাভের সুযোগ থাকবে? বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকীর প্রকাশনা একটি লোভনীয় ব্যবসা। ওপেন এ্যাকসেসের জোরালো সমর্থক ভারতীয়

তথ্য বিজ্ঞানী সুবিয়াহ অরুণাচলম বলেছেন, 'অপেক্ষাকৃত সস্তা ও দ্রুততার সঙ্গে জ্ঞান প্রসারের প্রযুক্তি থাকলেও' প্রকাশকরা তাদের চাঁদাভিত্তিক মডেল পরিবর্তনে আগ্রহী নন।

বিগত দশকে বেশ কিছু ওএ উদ্যোগ সুযোগের পথে প্রতিবন্ধকতা কমানোর চেষ্টা করেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার স্থাপিত স্বাস্থ্য ও জৈবচিকিৎসা গবেষণা হিনারি যার আওতায় এখন ৩০টি ভাষায় সাড়ে ৮ হাজার সাময়িকী ও ৭ হাজার ই-গ্রন্থ রয়েছে। আর খাদ্য ও কৃষি সংস্থা পরিচালিত কৃষি গবেষণা সংক্রান্ত এগোরার আওতায় রয়েছে এক হাজার ৯শ'র বেশি সাময়িকী।

উভয় কর্মসূচিই বড় বড় বৈজ্ঞানিক প্রকাশকদের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে চলে এবং এগুলোতে বিনামূল্যে বা ভর্তুকিকৃত মূল্যে দক্ষিণের উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর সাময়িকীর অনলাইনে প্রবেশের সুযোগ রয়েছে। লাভবিমুখ প্রকাশক পাবলিক লাইব্রেরি অব সায়েন্স তার নিবন্ধগুলো সবার জন্য বিনামূল্যে অনলাইনে দিচ্ছে।

যুক্তরাজ্য সরকার বিনামূল্যে প্রাপ্তির সুযোগ সংবলিত প্রতিটি বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ প্রকাশের জন্য প্রকাশককে প্রতিবার একটি ফি দেয়ার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করছে। এই উত্তপ্ত প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে যে আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে তাতে ভারসাম্য বিধানের প্রয়োজন রয়েছে। অরুণাচলমের মতো দীর্ঘদিনের সমর্থকরা জানেন যে, সম্ভাবনা এখনো তাদের অনুকূলে নয়। ২০০৯ সালে তিনি লিখেছেন, 'অ্যাসোসিয়েশন অব রিচার্স লাইব্রেরিজ, স্কলারলি পাবলিশিং অ্যান্ড একাডেমিক রিসোর্স কোয়ালিশন ও পাবলিক লাইব্রেরি অব সায়েন্স অন্তত কিছুকালের জন্য হলেও বৃহৎ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে তাদের লড়াইকে অসম হিসেবে দেখতে পাবে। দুর্ভাগ্যের কথা হলো, বৃহত্তর গণতন্ত্রায়নের পথে এগিয়ে নেয়ার মতো উদ্যোগগুলোর প্রতি জনসমর্থন মন্থর।'

অরুণাচলম মনে করেন যে, বেসরকারিকরণের প্রচেষ্টা ঠেকানোর জন্য ইয়ালে ল' স্কুলের একসেস টু নলেজ (এ২কে) এবং ইন্টারনেট উদ্যোক্তা ব্রেউস্টের কাহলের চালু করা ইন্টারনেট আর্কাইভের প্রযুক্তি গণতন্ত্রায়নের বিষয়টির আরো বেগবান হওয়া প্রয়োজন।

মূল্য পরিশোধ করে কে?

উন্মুক্ত বিষয়বস্তু ও উন্মুক্ত মহাফেজখানা নিঃসন্দেহে আদর্শকে মোহিত করছে। অবশ্য অণুর পরিবর্তে আমরা যখন ইলেকট্রন ব্যবহার করি, তখনও প্রকৃত ব্যয় মেটাতে হবে। যারা বিষয়বস্তু তৈরি ও বিতরণ করে তারা কীভাবে নিজেদের টিকিয়ে রাখে? এর সহজ কোনো উত্তর নেই, এক আকৃতির জিনিস সবগুলোতে লাগসই হয় না। ব্যবসার এমন মডেল ও প্রযুক্তির এমন প্লাটফর্ম আমাদের খুঁজে বের করতে হবে, যা আকাশকুসুম আদর্শবাদ ও নাট-বল্টুর প্রয়োগবাদ— উভয় বিশ্বের কার্যসিদ্ধির জন্যই উপযোগী হবে।

দুটি আন্তর্জাতিক উদ্যোগের কথা আমি জানি, যা থেকে কিছু প্রয়োজনীয় অন্তর্দৃষ্টি পাওয়া যায় : 'প্রথমটি হলো বিজ্ঞান ও উন্নয়ন নেটওয়ার্ক বা Sci Dev. Net যা উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য ও বিশ্লেষণ প্রদানে নিয়োজিত পুরোপুরি ওয়েবভিত্তিক সংবাদপত্র সংশ্লিষ্ট সেবা দিচ্ছে। Sci Dev. Net-এর প্রতিষ্ঠাতা, পরিচালক ও সম্পাদক ডেভিড ডিকসন বলেছেন, Sci Dev. Net-এর প্রতিষ্ঠার অন্যতম নীতি হলো এই ওয়েবসাইটের সব সামগ্রী বিনামূল্যে পাওয়ার সুযোগ থাকবে এই ভিত্তিতে যে যাদের উদ্দেশ্যে এসব সামগ্রী দেয়া হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রেই তারা এর মূল্য পরিশোধের অবস্থায় নেই। এই প্রেক্ষিতে আমরা বরাবরই এটা উন্মুক্ত বিষয় ভিত্তিতে পরিচালনা করেছি এবং আমাদের যেসব সাহায্য সংস্থা সহায়তা করেছে তাদের প্রতি আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।'

এই কার্যক্রমের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল দ্বিপক্ষীয় সাহায্য সংস্থাগুলোর কাছ থেকে প্রাপ্ত অনিয়ন্ত্রিত অর্থায়ন। যুক্তরাজ্যে রেজিস্ট্রিকৃত এই লাভবিমুখ সংস্থার বার্ষিক বাজেটের (২০১১ সালে ১৮ লাখ ৫০ হাজার মার্কিন ডলার) বেশিরভাগই এসেছে অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, নেদাল্যান্ডস, সুইডেন ও যুক্তরাজ্য সরকারের কাছ থেকে। (প্রকাশ থাকে যে, আমি একজন ট্রাস্টি)।

Sci Dev. Net চাঁদাভিত্তিক বিজ্ঞান ও প্রকৃতিবিষয়ক সাময়িকী দুটি যাতে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে তাদের প্রাসঙ্গিক নিবন্ধগুলো বিনামূল্যে অনলাইনে পাওয়ার সুযোগ দেয়, তা নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করেছে। ডিকসন বলেন, 'কারিগরি দিক থেকে এটা উন্মুক্ত বিষয় না হলেও তা একই মনোভাবাপন্ন।'

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক উদ্যোগ মেজরিটি ওয়ার্ল্ড একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান যা এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের মেধাবী ফটোগ্রাফারদের নিয়ে কাজ করে। এই প্রতিষ্ঠান তাদের কাজ ও সেবা আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের কাছে বাজারজাত করে। এটি বাংলাদেশের দৃক চিত্রশালার একটি উদ্যোগ, যা দক্ষিণ গোলার্ধের ফটোগ্রাফারদের জন্য 'সুযোগের সমতা সৃষ্টির' লক্ষ্যে এ অঞ্চলে মাল্টিমিডিয়া ও সংবাদপত্র সংক্রান্ত দক্ষতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অগ্রপথিক। মেজরিটি ওয়ার্ল্ডের চেয়ারম্যান শহীদুল আলম একজন খ্যাতনামা ফটোগ্রাফার ও ফটো সাংবাদিক। তাঁর উদ্দেশ্য হলো সপক্ষতার সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের ভারসাম্য বিধান করা, যা সহজ নয় এবং সচরাচর দেখাও যায় না।

স্থানীয় ফটোগ্রাফারদের জন্য মেজরিটি ওয়ার্ল্ডকে তিনি প্রারম্ভিক দ্বার হিসেবে মনে করেন এবং দর্শকদের মধ্যে স্থানীয় সংস্কৃতি, উন্নয়নের বিষয়, পরিবেশ ও সমসাময়িক জীবনধারা সম্পর্কে অনবদ্য অন্তর্দৃষ্টি উন্মোচনের মাধ্যমে এটা তাদের মন খুলে দেয়ারও একট প্রচেষ্টা বলে ওয়েব বিনামূল্যের ছবিতে ভরা থাকলে উন্নতমানের ছবি কি বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে? আলম ব্যবসার নতুন নতুন মডেলের যথাযথ মর্যাদা ও মান যাচাই করার সংজ্ঞা নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। তিনি আরো বিশ্বাস করেন যে, একটি সাংস্কৃতিক পরিবর্তন প্রয়োজন যেখানে বিষয়েও নির্মাতা ও ব্যবহারকারী বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারের মধ্যে প্রভেদ নির্ণয় করতে পারবে। যাদের মুনাফার সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য থাকে তাদের জনস্বার্থ ও শিক্ষাগত প্রয়োগের চেয়ে উল্লেখযোগ্য হারে বেশি মূল্য দিতে হবে।

নতুন নতুন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং ডিজিটাল মিডিয়ার বিস্তার জটিলতার নতুন নতুন স্তর যোগ করেছে, তবে এগুলোর নতুন সম্ভাবনাও রয়েছে। আলম ব্যাংকের মতো চিরাচরিত মধ্যস্থতাকারীকে পরিহার করে 'নির্বিরোধ বিনিময় ব্যবস্থার' প্রয়োজনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বর্তমানে ব্যাংকের উচ্চ হারের মাশুল ব্যাষ্টিক অর্থ পরিশোধকে অর্থহীন করে তুলছে। টুইটারের মতো কিছু মিডিয়া প্লাটফর্মে ইতোমধ্যেই এই ব্যবস্থা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে, যাতে বিষয় নির্মাতারা তাদের ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্তি ও জনপণ্যের মধ্যে একটা উন্নততর ভারসাম্য গড়ে উঠতে পারে।

অলিম্পিকের শিক্ষা

পরিশেষে, আমরা বিশ্ব অলিম্পিক আন্দোলন থেকে কিছু শিক্ষা নিতে পারি। এই আন্দোলন এক শতাব্দী ধরে রাজস্ব ও জনসংশ্লিষ্টতার মধ্যে সাফল্যজনকভাবে একটা ভারসাম্য বিধান করেছে। সকল অলিম্পিক ক্রীড়ার বিশ্বব্যাপী সম্প্রচার অধিকারের মালিকানা আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির (আইওসি)। একটি টিভি, রেডিও, মোবাইল ও ইন্টারনেট প্লাটফর্মের মাধ্যমে প্রচরের জন্য মিডিয়া কোম্পানিগুলোর কাছে এই অধিকার বণ্টন করে দেয়। এসব অধিকার স্পন্সর ও অর্থায়নের মূল চালিকাশক্তি; সম্প্রচার ও জনপ্রিয়তা ধরে রাখে এবং অলিম্পিক মূল্যবোধ এগিয়ে নেয়া আইওসি চাঁদাভিত্তিক সম্প্রচারকারীদের কাছ থেকে উচ্চতর রাজস্ব প্রাপ্তির সম্ভাবনা সত্ত্বেও বিনামূল্যে সম্প্রচারকারীদের সুনজরে দেখে। অলিম্পিক সনদ অনুযায়ী আইওসির পথপ্রদর্শক নীতি হলো, 'আইওসি বিশ্বের বিভিন্ন মিডিয়া ও সর্বাধিক সম্ভব ব্যাপক দর্শকের মাধ্যমে পরিপূর্ণ প্রচারণা নিশ্চিত করার... সকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে...।'

প্রতিষ্ঠাতাদের লালিত স্বপ্নের পুরোপুরি অপেশাদার ক্রীড়া অনুষ্ঠান থেকে বিগত বছরগুলোতে আধুনিক অলিম্পিক সরে গেছে। শুদ্ধিবাদীরা এতে চেঁচামেচি করলেও এটা এমন একটা সুরক্ষিত প্রয়োগবাদ যা আমাদের সময়ের অন্যতম সর্ববৃহৎ সাংস্কৃতিক কর্মযজ্ঞকে ধরে রাখছে।

সর্বাঙ্গীণ পরিপূর্ণ পছন্দ বা কোনো পছন্দই না থাকা কখনো সুস্থ নয়। বরং আমরা মধ্য পর্যায়ের দিকে তাকাই, যেখানে বাণিজ্য সাধারণের সঙ্গে মিলিত হয় এবং আমাদের বস্তুবাদী বিশ্ব ও নেটওয়ার্কভরা সমাজে ব্যক্তি ও জনস্বার্থের সেবা করে।

■ **নালাকা গুনাওয়ারদেন**

পৃষ্ঠা-৫-এর পর

এবং ২০০৭ সালের মে মাসে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগের পূর্ব পর্যন্ত তিনি ঐ পদে দায়িত্ব পালন করে যান।

রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশের আগে মি. জেরেমিক লন্ডনে ডয়েচ ব্যাংকে ও ড্রেসডনের ক্লেইনওয়র্ট চেনসনসহ কয়েকটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং এসট্রাজেনেকা ফার্মাসিউটিকলসে কাজ করেছেন। মি. জেরেমিক বিশ্বের প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচার দিয়েছেন এবং ইকোনমিস্ট সাময়িকী, বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম, চ্যাদাম হাউস, ব্লেড স্ট্র্যাটেজিক ফোরাম, অ্যাসপেন ইনস্টিটিউট ও অ্যামেডিউস ইনস্টিটিউটের মিডেজ (Me Days) ফোরামসহ বিভিন্ন চিন্তাশালা ও সংস্থা আয়োজিত বৈশ্বিক বিষয়াদি নিয়ে বিতর্ক ও আলোচনায় অংশ নিয়েছেন।

নিউইয়র্ক টাইমস, ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন ও ওয়ালস্ট্রিট জর্নালসহ প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে তাঁর মতামতের

উদ্ধৃতি প্রকাশিত হয়েছে।

তাঁর দেশের সার্বীয় ভাষাসহ ইংরেজিতে পারদর্শী মি. জেরেমিক ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় (যুক্তরাজ্য) থেকে তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানে ব্যাচেলর অব সায়েন্স ও হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জন এফ কেনেডি স্কুল অব গভর্নমেন্ট থেকে লোকপ্রশাসনে মাস্টার্স ডিগ্রি নিয়েছেন।

মি. জেরেমিক ১৯৭৫ সালে বেলগ্রেডে জন্মগ্রহণ করেন। নাতাশা জেরেমিকের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছে। তিনি টেনিসের একজন অনুরাগী। বর্তমানে তিনি সার্বীয় টেনিস ফেডারেশনের সভাপতি।

জাতিসংঘ দিবস উপলক্ষে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুনের বাণী

২৪ অক্টোবর ২০১২

আমরা গভীর বিশৃঙ্খলা, ক্রান্তিকাল ও রূপান্তরের মধ্য দিয়ে সময় পার করছি। নিরাপত্তাহীনতা, অসমতা ও অসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্ব ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এসব ঝুঁকি সত্ত্বেও জাতিসংঘকে শান্তি, উন্নয়ন, মানবাধিকার, আইনের শাসন এবং নারী ও যুবকদের ক্ষমতায়নের মতো কর্মকাণ্ডগুলোর বিস্তৃতি ঘটাতে হবে।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। ২০০০ সাল থেকে এ পর্যন্ত চরম দারিদ্র্য অর্ধেকে নামিয়ে আনা হয়েছে। অনেক দেশই গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের পথে রয়েছে। উন্নয়নশীল বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উৎসাহব্যঞ্জক লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

আমাদের সম্মিলিত আকাঙ্ক্ষাগুলো তুলে ধরার এখনই সময়। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সময়সীমা ২০১৫ সাল দ্রুত এগিয়ে আসছে। এসব জীবন রক্ষাকারী লক্ষ্যে পৌঁছাতে আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে অবশ্যই বৃদ্ধি করতে হবে। আমাদের অবশ্যই ২০১৫ সাল পরবর্তী সাহসী ও বাস্তব উন্নয়ন কর্মসূচি নির্ধারণ করতে হবে। এছাড়া আমাদের অবশ্যই সহিষ্ণুতা রোধ, সংঘর্ষের শিকার মানুষদের রক্ষা এবং স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

জাতিসংঘ শুধুই কূটনীতিকদের সভাস্থল নয়। জাতিসংঘ হলো : শান্তিরক্ষী—যারা যোদ্ধাদের নিরস্ত্রীকরণ করছে, স্বাস্থ্যকর্মী—যারা ওষুধ বণ্টন করছে, ত্রাণ দল—যারা শরণার্থীদের সহায়তা করছে এবং মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ—যারা ন্যায়-বিচার প্রদানে সহায়তা করছে।

আমরা অগণিত বন্ধু ও সমর্থকদের ওপর নির্ভর করে এই বৈশ্বিক লক্ষ্য অর্জনে কাজ করছি। বেসরকারি সংস্থাগুলো, বিজ্ঞানী, পণ্ডিত, জনহিতৈষী ব্যক্তি, ধর্মীয় নেতা, ব্যবসায়ী ও সচেতন নাগরিকরা আমাদের সফলতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গী। কোনো একক নেতা, দেশ অথবা প্রতিষ্ঠান সবকিছু করতে পারবে না। কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই আমাদের মতো করে কিছু করতে সক্ষম।

এই জাতিসংঘ দিবসে, চলুন আমরা আমাদের ব্যক্তিগত প্রতিশ্রুতি এবং জাতিসংঘ সনদের আদর্শের ওপর ভিত্তি করে আমাদের সম্মিলিত সংকল্প পুনর্ব্যক্ত করি এবং সকলের জন্য অধিকতর সুন্দর পৃথিবী গড়ে তুলি।

আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস উপলক্ষে গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত

২১ সেপ্টেম্বর ২০১২

আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস উপলক্ষে গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০১২ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র ও সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ডায়ালগ (সিডিডি) যৌথভাবে বিজেম অডিটোরিয়ামে এক গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. দেলোয়ার হোসেন এবং মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের অধিকর্তা কাজী আলী রেজা। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ টেলিভিশনের পরিচালক (সংবাদ) জনাব বাহাউদ্দিন খেলন এবং দৈনিক ইত্তেফাকের কূটনৈতিক সাংবাদিক জনাব মাইনুল আলম বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সিডিডির সভাপতি মির্জা তারেকেল কাদেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিডিডির মহাসচিব ড. এসএম মোর্শেদ। অনুষ্ঠানে প্রায় এক শতাধিক যুব ও ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। আলোচনা অনুষ্ঠানে জাতিসংঘ মহাসচিবের বাণী পাঠ করেন তথ্য কেন্দ্রের নলেজ ম্যানেজমেন্ট অফিসার মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান।

কাজী আলী রেজা, অধিকর্তা, জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র

অধ্যাপক ড. দেলোয়ার হোসেন, চেয়ারম্যান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাবি

অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

মো. মনিরুজ্জামান, নলেজ ম্যানেজমেন্ট অফিসার, জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র

মির্জা তারেকেল কাদের, সভাপতি, সিডিডি

ড. এস.এম মোর্শেদ, মহাসচিব, সিডিডি

আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস উপলক্ষে গোলটেবিল বৈঠক

২১ সেপ্টেম্বর ২০১২

বাহাউদ্দিন খেলন, পরিচালক (সংবাদ) বাংলাদেশ টেলিভিশন

মাইনুল আলম, কূটনৈতিক সাংবাদিক, দৈনিক ইত্তেফাক

আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস উপলক্ষে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুনের বাণী

২১ সেপ্টেম্বর ২০১২

আন্তর্জাতিক শান্তি দিবসে জাতিসংঘ বিশ্বজুড়ে স্থবিরতা সম্পূর্ণরূপে অবসানের আহ্বান জানাচ্ছে।

এছাড়াও সংঘাতের কারণে যারা জীবন হারিয়েছে এবং যারা কষ্ট ও পঙ্গুত্বের সাথে বেঁচে আছে সেসব ব্যক্তির সম্মানে আমরা বিশ্বের সকলকে স্থানীয় সময় মধ্যাহ্নে এক মিনিট নীরবতা পালনের আহ্বান জানাই।

এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হলো, 'স্থিতিশীল ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজন নিরবিচ্ছিন্ন শান্তি।

সশস্ত্র সংঘাত স্থিতিশীল উন্নয়নের মূলে আঘাত হানে।

প্রাকৃতিক সম্পদ অবশ্যই ব্যবহৃত হতে হবে সমাজের মঙ্গলের জন্য, যুদ্ধে অর্থসংস্থানে নয়।

শিশুদের বিদ্যালয়ে যাওয়া উচিত, সেনাবাহিনীতে যোগদান নয়।

জাতীয় বাজেটের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত মানুষের সামর্থ্য বৃদ্ধি করা, মারণাস্ত্র তৈরি নয়।

আমি আন্তর্জাতিক শান্তি দিবসে সারাবিশ্বে যুদ্ধে লিপ্ত ব্যক্তিদের তাদের সংঘাতের একটি শান্তিপূর্ণ সমাধানে পৌঁছাতে আহ্বান জানাচ্ছি।

আসুন, সকলের জন্য একটি নিরাপদ, ন্যায্য এবং সমৃদ্ধিশীল ভবিষ্যতের জন্য সকলে মিলে কাজ করি।

জাতিসংঘ দিবস উদযাপন : ২২ অক্টোবর ২০১২

গত ২২ অক্টোবর বাংলাদেশে জাতিসংঘের কান্ট্রি টিমের সহযোগিতায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতিসংঘের ৬৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. দীপু মনি এমপি এবং মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রফেসর ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী নীল ওয়াকার। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জাতিসংঘ স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সৈয়দ খবিরউদ্দিন আহমেদ। অনুষ্ঠানে খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী অধ্যাপক সমরজিৎ রায় চৌধুরীর অঙ্কিত জাতিসংঘ দিবসের বিশেষ শিল্পকর্ম পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা হিসেবে প্রদান করা হয়। শুরুতে বাংলাদেশে জাতিসংঘের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ওপর এক চিত্রপ্রদর্শনী উদ্বোধন করেন মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়।

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. দীপু মনি এমপি

মাননীয় মন্ত্রীকে চিত্রকর্ম উপহার দিচ্ছেন নীল ওয়াকার

বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী নীল ওয়াকার

প্রফেসর ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ

চিত্র প্রদর্শনী ঘুরে দেখছেন মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. দীপু মনি ও জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী নীল ওয়াকার

অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক ইউএন হাউজ, আইডিবি ভবন, বেগম রোকেয়া সরণী, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক সংবাদ বুলেটিন : নির্বাহী সম্পাদক : কাজী আলী রেজা, ফোন : ৯১৮ ৩০৮৬, ফ্যাক্স : ৯১৮৩১০৬ ওয়েব : www.unicdhaka.org

A Monthly News Bulletin published by the United Nations Information Centre, Dhaka, Bangladesh. Executive Editor: Kazi Ali Reza, Phone: 9183086 Fax: 9183106 e-mail: info.unic@undp.org, website : www.unicdhaka.org